অনুক্ত ফজলুল কাদের চৌধুরী

- হারুন-উর-রশিদ

ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে লেখা চিঠি-পত্রের একটি ভলিউম দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সাধারণঃ চিঠি-পত্র মারফৎ প্রেরক ও প্রাপকের স্পষ্ট মনের পরিচয় ফোটে ওঠে। আমাদের প্রাপ্ত চিঠি-পত্রগুলোতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনৈতিক চেতনা বিধৃত থেকেছে। আবার তাঁর হৃদয়-সংবেদী বীক্ষণের পরিচয়ও থেকেছে। তিনি শুধু নেতা ছিলেন না, একজন পরিপূর্ণ মানুষও ছিলেন। ছিলেন অনেকের শুভার্থী। নেতৃত্বের আনুষাঙ্গিকতায় তিনি তাঁর চিন্তা ও চেতনার বিস্তার সাধন করেছেন। বিভিন্ন পেশার লোকজনের সাথে তাঁর চিঠি-পত্র আদান-প্রদান ছিল। তাঁর সেই স্মৃতি-বিজড়িত চিঠিগুলো আমাদের কাছে অনেক আলোর ঝল্‌কানি হয়ে এসেছে। তাঁর বিজ্ঞতা ও বিচক্ষনতা সর্বাংশে কাজ করেছে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ফজলুল কাদের চৌধুরীকে জানার মোক্ষম পরিসর হিসেবে চিঠি-পত্রগুলো আসছে।

আমরা এখানে একটি খতিয়ান প্রদানের লোভ সংবরণ করতে পারছিনা ঃ-

১। মোহাম্মদ দিলোয়ার হুসাইন এল.এল.বি {প্লিডার জজ্ কোর্ট} তাং ১৪.০৬.১৯৬২ ইং

২। এ. আসলাম এস.কিউ.এ. {মিনিস্টার অব্ ল' এন্ড পার্লামেন্টারী এফেয়ার্স, রাওয়াল পিন্ডি} তাং ১২ সেপ্টেঃ, ১৯৬০ ইং

৩। মাহবুব্-উল-আলম {সম্পাদক, জামানা} তাং ৮.০৪.১৯৬৪ ইং

৪। ঐ ঐ তাং ৯.০৪.১৯৬৪ ইং

৫। মেজঃ জেনারেল ওমরাও খান, তাং ১৩ জুন, ১৯৬২ ইং

৬। মোহাম্মদ নোমান এম.এ.এল.এল.বি, তাং ১৪ জুন, ১৯৬২ ইং

৭। ইউসুফ এ.হারুন {করাচী}, তাং ২৪ আগষ্ট ১৯৪৯ ইং

৮। এয়ার মার্শাল এম.আসগর খান, তাং ২০ নভেম্বর ১৯৬৫ ইং

৯। প্রফেসর আবুল ফজল, তাং ২৪.০৩.১৯৬৪ ইং

১০। জেড.এ.সোহরাওয়ার্দী, এডভোকেট, পশ্চিম পাকিস্তান হাই কোর্ট, তাং ১৪ জুন, ১৯৬২ ইং

১১। এ.এইচ.কারদার {ঢাকা}, তাং ২.১১.১৯৬৫ ইং

১২। এয়ার আলী খান {মেম্বার অব্ এডভাইজারি কমিটি, মিনিষ্ট্রি অব্ ফুড এন্ড এগ্রিকারচার}, তাং ২১.০৫.১৯৬৩ ইং

১৩। ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আয়ুব খান,তাং ৫.০১.১৯৬৫ ইং

১৪। ঐ ঐ তাং জুন ১৯৬৫ ইং

১৫। এস.ফিদা হাসান, {প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েট}, তাং ১৪জুন, ১৯৬৫ ইং

১৬। মমতাজ শাহনেওয়াজ {কাশ্মীর পয়েন্ট, মরী}, তাং ১৩.০৬.১৯৬২ ইং

১৭। ইব্রাহীম খাঁ, তাং ৯.১০.১৯৬৪ ইং

১৮। মোজাফফর আহমদ, চট্টগ্রাম কলেজ। তাং অক্টোবর ২০

১৯। আবদুল আউয়াল বি.এ {ডিরেক্টর জেনারেল অব্ প্রিজন্স্ যশোর}, তাং ১২.০২.১৯৬৩ ইং

২০। মাহমুদ এ.হারুন {মিনিস্টার ফর লেবার এন্ড কো-অপারেশন, ওয়েস্ট পাকিস্তান} তাং ২৩.১২.১৯৬৫ ইং

২১। কামরুল {প্রেসিডেন্টস্ হাউস, মোজাফ্ফরাবাদ}, তাং ১৫.০১.১৯৬২ ইং

২২। দস্তখত অস্পষ্ট {বায়তুল আমিন, রাওয়াল পিন্ডি}, তাং ৮.১২.১৯৬৫ ইং

২৩। এ.কে.এম.নওশা চৌধুরী, তাং ২৮.০১.১৯৬৪ ইং

২৪। মং রাজা মংপ্রু, তাং ২৩.১১.১৯৬৩ ইং

২৫। চাকমারাজ, তাং ৮.০৮.১৯৬৩ ইং

২৬। জাস্টিস এস.এম.মোর্শেদ, তাং ১৫.০৬.১৯৬২ ইং

২৭। হাফেজ আহমদ ই.পি.সি.এস, তাং ১৩.০৬.১৯৬২ ইং

২৮। রফিকুল করিশ চৌধুরী {করাচী}, তাং

২৯। এম.এম.জামান আদেনী, চীফ্ এডিটর {মুসলিম ওয়ারল্ড ডাইজেস্ট}, তাং ২ মে ১৯৬২ ইং

৩০। কে.রয়.এম.এ, তাং ৫.১০.১৯৬৩ ইং

৩১। জিউফ্রে ডাউকেস, {লন্ডন}, তাং ৩ সেপ্টেম্বর

৩২। ডাঃ আহমদ {চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ}, তাং ২৭ অক্টোবর ১৯৬৩ ইং

৩৩। রহমান সৈয়দ {মর্ণিং নিউজ}, তাং ১৯ জুন, ১৯৬৪ ইং

৩৪। নাজির আহমদ মিনিস্ট্রি অব্ ডিফেন্স, তাং ২৭.০১.১৯৬২ ইং

৩৫। এ.কে.এম.ফজলুল কাদের চৌধুরী কর্তৃক নাজির আহমদ এর চিঠির প্রত্যুত্তর, তাং ২২ জুন ১৯৬৪ ইং

৩৬। ঐ তাং ২৪.০৫.১৯৬২ ইং

৩৭। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সিংহ {চট্টগ্রাম}, তাং ১৬.০৬.১৯৬২ ইং

৩৮। মাহমুদ জাওয়েদ {এডিটর, ডেমোক্রেট}, তাং ২৮ অক্টোবর ১৯৬৩ ইং

৩৯। এস.আলম পি.এফ.এস.{ডাইরেক্টর, মিনিস্ট্রি অব্ একস্টারন্যাল এফেয়ার্স,করাচী},তাং১৩জুন ১৯৬২ ইং

৪০। ফরিদ আহমদ {পশ্চিম গহিরা, রাউজান}

৪১। এইচ.এম.সোহরাওয়ার্দী, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ ইং

৪২। ইব্রাহীম খাঁ, তাং ১০.০২১৯৬৪ ইং

৪৩। আবদুল আউয়াল বি.এ. তাং ১৯.০২.১৯৬৩ ইং

৪৪। কামাল {প্যারীস্ হতে}, তাং ২৮.০২.১৯৬১ ইং

৪৫। আলতাফ হোসেন {মন্ত্রী}, তাং ১৯জুন ১৯৬৫ ইং

৪৬। আই.আতহার {এমবেসি অব্ পাকিস্তান}, তাং ১৩.০১.১৯৬৪ ইং

৪৭। কেপ্টেন এইচ.এ.আয়াজ খান {এডভোকেট, পিন্ডি}, তাং ২৯.১০.১৯৬৩ ইং

৪৮। মনসুরুল হক বি.এল {মেম্বার নেশ্ন্যাল এসেমবলি অব পাকিস্তান}, তাং ২৩.০৮.১৯৬৩ ইং

৪৯। পীরজাদা আবদুল ওয়াহেদ {রাওয়াল পিন্ডি}, তাং ৭ অক্টোবর ১৯৬২ ইং

৫০। মুস্তাফানুরউল ইসলাম {জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী}, তাং ৮.০৯.১৯৬২ ইং

৫১। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী {প্রকাশক, বিশ্ববাণী, ঢাকা}, তাং ১১.০১.১৯৬৩ ইং

সংরক্ষিত চিঠি-পত্রের ঢাউস বান্ডিল থেকে কতকগুলো নির্বাচন করে খতিয়ান প্রদান করলাম। চিঠিগুলোর বেশীর ভাগ ইংরেজীতে লেখা। গ্রামের জনগণের চিঠিও আছে। রাজনৈতিক চিঠি-পত্র যেমন আছে, তেমনি ব্যক্তিগত বিষয়েও অনেকে তাঁর সহযোগিতার প্রত্যাশা করেছেন। তিনিও অনেকের কাছে চিঠি লিখেছেন, প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। রাজনীতিবিদের কাছে তো রাজনৈতিক চিঠি-পত্র আসবে। কিন্তু ভেবে অবাক হই যে, তিনি কাউকে কাউকে উপদেশপূর্ণ চিঠিও দিয়েছেন। কোন একজনের সুন্দর আগামীর জন্যে ভেবেছেন। ক্ষুদ্র বলে তিনি কোন বিষয়কে ফেলে দেননি। সকলেই তাঁর মানসিক-প্রতিবেশী। চিঠি-পত্রগুলোতে আমরা পাই সময়ের ডাক। তিনি সময়কে আবিস্কার করতে চেয়েছেন, নির্মাণ করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকটিতে চিঠিতে ওঠে এসেছে তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি সৌজন্যবোধ। ফজলুল কাদের চৌধুরীর চৈতন্যের বহামাত্রিকতা আমাদেরকে সহসা-সচকিত করে তোলে।

সৈয়দ জহুলুল হাসনাইন ইউসুফ এম.এ.এল.এল.বি {করাচী} এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তান এডমিনিসট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, লাহোর এ প্রদাণিত তাঁর একটি ভাষণের কথা উল্লেখ করেছেন। বিষয় ছিল, "National Integration" এ' ভাষণটি নানা দিক দিয়ে উল্লেকযোগ্য ছিল। তিনি এ ভাষণে পশ্চিম

পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বৈষম্যনীতির সমালোচনা করেছিলেন। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে আচরণের সুনীতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও সাবধানবাণী ছিল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের ডগায় সর্তবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর সেই সাহসিকতা উদাহরণমূলক ছিল।

পাকিস্তানের ভবিষ্যত গতি ও প্রকৃতিকে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। একটি চিঠিতে আমরা পাই, তিনি যখন স্পীকার ছিলেন, তকন তাঁর লব্ধ প্রতিষ্ঠা নেতৃত্ব ভূমিকাকে নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম ছিল, "Mr. Speaker....." রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্যোগে "পূর্ব মেঘ" নামে একটি শিল্প,সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা বের হতো। উক্ত পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপনের প্রত্যাশায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম তাঁর কাছে চিঠি লিখেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, "বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি আপনার বিশেষ সহানুভূতির কথা আমরা অবগত আছি। এবং বাংলা সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির উন্নতি ও ব্যাপক প্রসারের জন্যে আপনার সক্রিয় প্রয়াসের কথাও আমরা অবগত আছি।"

ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বদেশের মাটির মায়াকে কখনো ভোলেন নি। ফজলুল কাদের চৌধুরীর প্রত্যেকটি কাজে ছিল সুখের অন্বেষা। সেই সুখ ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির। তিনি ছিলেন একজনে অনেক জন। তিনি ছিলেন তার মানসিক-প্রতিবেশীদের আত্মার আত্মীয় ও স্বজন। কুমিল্লা থেকে কাজী আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ লেখেছেন, "আজ কায়েদে আজম নাই। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী হিসাবে একমাত্র আপনিই আছেন যার কাছে মনের কতা বলিতে ইচ্ছা হয়। আপনার আজীবন নিঃস্বার্থ দেশ সেবা ও সঠিক নেতৃত্বের নিকট জাতি বহুল পরিমাণে ঋণী। জাতির সত্যিকারের কল্যাণকামী ও চিন্তা নায়ক হিসাবে জাতি আজ আপনার আজীবন বলিষ্ট নির্দেশ কামনা করে।"

জননেতা হিসেবে তিনি শুধু জনসভায় বক্তৃতা করেননি, অনেক জনে একজন হিসেবে অনেকের চিঠি-পত্র পেয়েছেন, প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। জনতার শিরা-উপ-শিরার খবর রেখেছেন। জনগণের সাথে তাঁর দৈনন্দিন খবরাখবর ছিল। তিনি কখনো ক্ষমতার প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি।

সৈয়দ জিয়াউন্নবী নামক জনৈক ছাত্রের কাছে একটি চিঠিতে ফজলুল কাদের চৌধুরী একজন আদর্শ ছাত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যকে তুলে ধরেছেন। চিঠিকানির কিছু কিছু অংশ নীচে দেয়া গেলো ঃ-

" You asked for my advice about the "time table" a student should adopt for the day which may lead to national service too" Without going into details I would

suggest the following principles on which your programmed of the day should be based :

1. You should study books objectively so that you can apply your knowledge to national service.
2. You should be virtuous in the activities of the day and contemptuous to vices.
3. You should follow and stand by national ideals and principles without caring for personal conveniences and should always be eager to serve the nation as a humble soldier without making a show of your achievements.
4. You should inculcate discipline in your activities which should be governed by the ideal : Nation before self " and your should base your behaviors on the Islamic principle of "Live and let Live"
5. You should be God fearing and should try to become a good Muslim.

এ' চিঠিকানিতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর দৃষ্টিতে শিক্ষানীতির মৌলিকমান প্রকটিত থেকেছে। তাঁর বিবেচনায় শিক্ষার সত্যিকারের গতি ও প্রকৃতি হচ্ছে, "Knowledge to national service" এয়ার মার্শাল এম.আসগর খান লেখেন, " I am writing to say how grateful I am writing to say how grateful I am for your kind reference to me in the national Assembly debate on defence and foreign affairs the other day. It is extremely kind of you to have referred me in such terms and to have commented so eloquently on the performance of the Pakistan Air force during the recent war." বহু সংখ্যক চিঠি-পত্র থেকে উদ্ধৃতি দেবার অবকাশ আর থাকছেনা। তাঁর কাছে প্রেরিত টিলিগ্রামের বহু সংখ্যক কপিও দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সবগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক পরিক্রমা ও নেতৃত্বের প্রতিভাস আছে। তাঁর নেতৃত্বের স্মারকতার প্রতি পত্র প্রেরকগণের স্বস্তি প্রতিভাত থেকেছে।

মাহমদ এ, হারুন, মিনিস্টার ফর লেবার এন্ড কো-অপারেশন, গভরমেন্ট অব ওয়েস্ট পাকিস্তান লিখেছেন, " I agree with your sentiments regarding life and the values which every human being should lave therein. It is only the right sense of values which can enable a human

being and I feel that if the sense of values is lost the soul is lost and human being and I feel that if the sense of values is lost the soul is lost and human being cannot fulfill the task for which he was created by God."

এ.কে.এম.নওশা চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার/পাকিস্তান জেনারেল ইনসিউরেন্স কোং লিঃ, চট্টগ্রাম উল্লেখ করেছেন, " We expect your noble guidance as ever which will imbibe our more spirit in discharging great responsibilities to wards the country."

হাফেজ আহমদ ই.পি.সি.এস.চিঠিতে উল্লেখ করেছেন " As one of the humble citizen of this wing of Pakistan, a Chittagonian and obove all an ardent admirer of the muslim and real man in you, I Pray to Allah so that He may Keep you fit and give you strength to discharge this onerous task and huge national responsibility on you to-day"

এস.এম.জামান আদেনী, প্রধান সম্পাদক, Muslim world digest, চিঠিতে মত প্রকাশ করেছেন, " We hope under your guidance and wise counsel you will revive the old spirit of Pakistani ideology and Lead the country to peace and prosperity, and the development of closer relations with the muslim world."

এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা একসাগর চিঠি-পত্রের প্রবাহ থেকে যেন কয়েক চামচকে পরিবেশন করেছি। সামগ্রিকভাবে চিঠি-পত্রগুলোর নির্য্যাসে যেন ফজলুল কাদের চৌধুরী মানস-সন্দর্শনের একটি দার্শনিক রূপকে আমরা পাই। একজন সার্বভৌম ব্যতিক্রমধর্মী চেতনাকে আমরা পাই। সকলের চেতনার একটি অখন্ডরূপ হয়ে এসেছেন তাঁদের মনসিজ ফজলুল কাদের চৌধুরী। আমরাও কালান্তরের পটে সচকিত হই।

একটি চিঠিতে ফজলুল কাদের চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, "I am a soldier of late lamented Qaid-E-Azam and hope to uphold his ideas and objectives in building up Pakistan in spite of any hazard, come what may. Diabetes and Rheumatism certainly injured my physique but in shah Allah my patriotic instinct and mental strength remain as strong as ever for the cause of the nation and shall remain high and dry above the usual game of personal aggrandizement, selfishness and power politics."

এখানে আমরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বের জবানবন্দীকে পাই। তিনি পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বপালনের পরিসরে বিভিন্ন পরিসর থেকে বহুসংখ্যাকে Letters of appreciation লাভ করেছেন।

সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। উক্ত চিঠি-পত্রগুলোতে তৎকালীন রাজনীতির গতিধারার কথা বলেছে। সমাজ জীবনও অনুপস্থিত থাকেনি। ফজলুল কাদের চৌধুরীর জীবনালোকের সাথে পরিচিত হতে হলে চিঠি গুলোর বিষয়, বাক্য-বিন্যাস, সম্ভাব্যতা অনুধ্যানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

তাঁর কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামের ভাষ্যায়নের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

তার কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামের ভাষ্যায়ন লক্ষ্যনীয়-Heartiest felicitations on your election speakership. Pakistan thus pays rich tributes to a noble straight forward and intellectual son of the soil. May the record of your thenure be covered with glory."

আবদুল আওয়াল বি.এ.ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স, যশোহর, একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, "I myself and my wife and children listen to your speeches with keen interest whenever your recorded speeches are broadcast by Radio Pakistan"

ফজলুল কাদের চৌধুরীর সর্বপ্লাবী ইমেজ্ এর প্রতিফলন এ'চিঠিখানিতে প্রকাশিত থেকেছে।

আয়ুব খান এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী ঃ

আমাদের আলোচনায় দু'জনের সম্পর্ক নির্ণয়ে 'এবং' সংযোজনায় বৈপরীত্যের রেশ থাকে। পকষান্তরে 'ও' সংযোজনায় সমিলের দ্যোতনা থাকে। আয়ুব খান এবং ফজলুল কাদের চৌধুরীর ব্যক্তি-চৈতন্য ও রাজনৈতিক বীক্ষণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মানস-সন্দর্শনে দু'জনার অবস্থান দু'টি বিপরীত মেরুতে ছিল। তবুও তিনি আয়ুব-ব্যাবিনেটে যোগদান করেছিলেন। কেউ কেউ এটাকে ক্ষমতার মোহ হিসেবে দেখেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, রাজনীতিকের ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ থাকতে হয়। নচেৎ রাজনীতি চলেনা। নদীর গতি পথের মতো রাজনৈতিক পরিক্রমাও বাঁক পরিবর্তন করে।

এখানে স্মরনীয় যে, ফজলুল কাদের চৌধুরী সারা জীবন নেতা-হিসেবে নেতৃত্বে থেকে রাজনীতি পরিচালনা করেছেন। সেই নেতৃত্ব কখনো ছোট-খাট নয়। রাজনীতিবিদকে দৃষ্টি দিতে হয় সময় ও সমাজের প্রতি, দেশ ও জাতীয় স্বার্থকেও মুখোমুখি রাখতে হয়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনীতি উচ্চ মার্গের। অর্থাৎ তিনি বর থেকেছেন, কখনো বরযাত্রী থাকতে চাননি।

তাইতো আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে যে অংক আমরা কষতে চাই, সেই অংক না মিললে আমরা বিব্রতবোধ করি, আবার কখনো কারণকে অকারণ হিসেবে বিবেচনা করি। আয়ুব খানকে তিনি যে পছন্দ করেছেন, তা'খখনো নয়।

তবুও হাত মিলায়েছেন। এখানে কাজ করেছে তাঁর সংবেদনশীল দৃষ্টিশীলতা, সেই সংবেদনশীলতা ছিল জনতার প্রতি, দেশ ও জাতীর স্বার্থের প্রতি। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তা' ধরা নাও পড়তে পারে। তাইতো বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রচেষ্টায় তাঁর একটি চিঠির আশ্রয় নিচ্ছি। সেই চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের কাছে। সেই চিঠিতে তিনি নিজের অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করেছেন।

স্মরনীয় ঃ.....I deem it my duty to consult you about my future course of action in the political scene of the country. Needless to mention that I would fight for the restoration of people's rights. Sometimes some of our friends ask me all sorts of questions regarding my association with Ayub regime. It is true I did criticize the leaders of the past regimes for omissions and commissions and their political behaviour, which made the ground fertile for the promulgation of martial law in the country. May be important public men did blunders with honest intentions you know martial law was hailed in the country and even personalities like late khawja Najimuddin and Mohtarma Fatema Jinnah hailed promulgation of martial law. I might also have committed blunders by trusting Ayub Khan about his political intentions. But I did all that in good faith with a fond hope that I would be able to convert Ayub Khan to democratic way of thinking and rights of the people would be restored by him."

তিনি যে কোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করতেন। বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে হৃদয় বৃত্তিকে সামনে রেখেছেন। মানুষের ওপর কখনো তিনি বিশ্বাস হারান নি। তবে কোন প্রকারের সমস্যা থেকে তিনি পিছু হঠেন নি। সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, অভিযান রচনা করেছেন। ঝড়কে তিনি মিতে করার প্রয়াসী ছিলেন, কখনো কোন প্রকারের ভ্রুকুটিকে ভয় করেন নি।

এক ধরণের অংককে গাণিতিকগন সরল অংক বলেছেন। আসলে সেগুলো কম জটিল নয়। রাজনীতির গতি ও প্রকৃতিকে ফজলুল কাদের চৌধুরী আত্মস্থ করেছিলেন। রাজনীতেতে কোনরুপ সুনির্দিষ্ট ফর্মুলার বাস্তবায়ন সকল সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। ফজলুল কাদের চৌধুরীর মতো জাতীয় নেতার পক্ষে থেমে থাকার কোনরুপ অবকাশ ছিলনা। ফজলুল কাদের চৌধুরীর অন্তর্জগতের পরিচয় লাভ করতে হলে এ বিষয়টি বিবেচনায় আনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

উক্ত চিঠিতে তিনি মত প্রকাশ করেছেন, "Winston Churchill rightly said, if you start a quarrel between the past and the present you would lose the future. I do not want to dilate on the past because then our united fight for people's cause would end in bickering. Believe me I kid not support Miss Jinnah because I had thought that Mohtarama would not be able to run the state and thrash out party bickering. May be I was wrong. But that's what I thought. Past is past, let us face future unitedly."

আমরা উল্লেখ করছি যে, আয়ুব খানের প্রতি তাঁর কোনরূপ রাজনৈতিক আস্থা ছিলনা। তবে তিনি কৌশলগত কারনে আয়ূব খানকে গ্রহন করেছিলেন। তখন সামরিক শাসনকে তুড়ি মেরে ওড়ায়ে দেবার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা বোকার স্বর্গে বাস করার মতো ছিল।

কঠিন রোগের চিকিৎসায় বিজ্ঞ ডাক্তার কখনো হতাশ হন না। নিজের যোগ্যতা পরীক্ষায় রত হন। ফজলুল কাদের চৌধুরীও সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তবে আয়ূব খানের পতন সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

তিনি চিঠিতে উল্লেক করেছেন, "May I remind, my friend, it was Marshal Bernadette one of the marshals of Napoleon, who ultimately engineered the downfall of Napoleon, when he behaved like a dictator and became guilty of broken pledges and nepotism."

তিনি কখনো চান নি যে, ব্যর্থতার করতালি বাজুক শূন্য আকাশে। আয়ূব খানের রাজনীতির সাথে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে যারা যৌক্তিকতা খুঁজে পান না, তাদের জন্য এই চিঠিখানা দিকনির্দেশনা নিয়ে আসছে। চিঠিখানা ফজলুল কাদের চৌধুরীর রাজনীতির অন্যতম একটি নিদর্শন হয়ে আছে।

লেখক ঃ শিক্ষক এবং সাহিত্য গবেষক।